REG NO C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

১৪শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৪ ইংরাজী 16th November 1927. | ২৫শ সংখ্যা।

মুরারি বটিকা।

—:০:—

সর্ব্ববিধ নূতন পুরাতন প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত ম্যালেরিয়া জ্বরের অদ্বিতীয় মহৌষধ।

সিভিল সার্জ্জন, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও অন্যান্য ডাক্তারগণ দ্বারা বিশেষ পরীক্ষিত, প্রশংসিত এবং চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। রোগের উৎপত্তি ও প্রতীকার সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় স্থাপিত স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন নামক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে রোগীকে মুরারি বটিকা, সেবন করানয় আশ্চর্য্য ফল দর্শিয়াছে এবং মুরারি বটিকা ম্যালেরিয়ার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। ২০ বটিকার শিশির মূল্য এক টাকা মাত্র।

বেঙ্গল প্রিজার্ভিং কোম্পানী
১০নং ডিহি ইটালী রোড, কলিকাতা।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ২০ দুই পয়সা। যে সংখ্যার নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন ৵০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হিলিংবাম

গত ৩১ বৎসরের পরীক্ষায় **সর্ব্বপ্রকার** মেহ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের বাহিরের দেশ সকলেও পরিচিত, আদৃত ও বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহার কারণ হিলিংবামের অসাধারণ উপকারিতা!

হিলিংবাম ১ মাত্রা হইতে ফল দেখা যায়। একদিনে মেহের জ্বালা যন্ত্রনা আরোগ্য করে। এক সপ্তাহে রোগ আরোগ্য করিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দেয়। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতীয় রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

হিলিংবাম রোগের জড় "গণোকোকাই" নষ্ট করে, তাই হিলিংবামে রোগ সারে, রোগ চাপা পড়ে না অল্পদিনে পুনরাক্রমন করিতে পায় না। এই কারণে অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হিলিংবামের পৃষ্ঠপোষক। দুই চার জনের নাম উল্লেখ করা গেল। ইহাদের সকলেরই সুখ্যাতি পত্র আমারা পাইয়াছি। আই, এম, এস,—কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, এম, ডি, এম, এ; এফ, আর, সি, এস, ইত্যাদি লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, এম, আর, সি, পি, এম,আর, সি, এস এতদ্ভিন্ন অসংখ্য প্রশংসাপত্র পূর্ণ তালিকা পুস্তক পাঠাই পত্র লিখুন।

মূল্য প্রতি বড় শিশি ৩৲
" " মাঝারি শিশি ২৷৷০
" " ছোট শিশি ১৸০

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর সম্মুখে বর্ষা পড়িতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়; দেহ নতেজ হয়; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া দাদ, অর্শ, কাউর, বাত আমবাত সর্দ্দি কাশি সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকাল ব্যপী ঋতু,ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতিশিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲; ৩টী একত্রে ৫৷৷০
ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং
ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।
১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

গুণে গন্ধে সৌরভসম্পদে
কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
মুখকে সুন্দর করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চুলকে খুব কাল করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
কেশ পতন বন্ধ করে।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
চিন্তাশীলের সহায়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
রমণীর অতি প্রিয়।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
শ্রেষ্ঠ প্রেমোপহার।

কে-শ-র-ঞ্জ-ন
সবারই নিত্য প্রয়োজ

মূল্য প্রতি শিশি এক টাকা ডাক ব্যয় সাত আনা।

কলেরার নিরাপদ হইতে হইলে

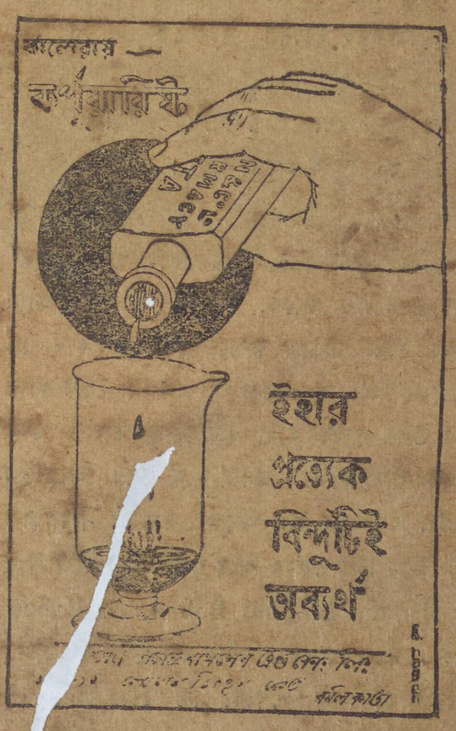

ইহার প্রত্যেক বিন্দুটিই অব্যর্থ

মূল্য আট আনা মাত্র

কর্পূরারিষ্ট ঘর করিয়া রাখা উচিত।

ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৮।১ ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা।
ম্যানেজিং ডিরেক্টার—কবিরাজ শ্রীশক্তিপদ সেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩০শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৩৪ সাল।

রয়াল কমিশন।

ভারতে মানুষ নাই।

—:০:—

ভারতের শাসন-তন্ত্র কিভাবে গঠিত হবে তাই নির্দ্ধারণ করার জন্য রয়াল কমিশন আসছে। এই কমিশনে ভারতবাসীর ঠাঁই হয়নি। খাস বিলাতী সাদা মসলা দিয়ে এই কমিশন তৈরী হ'য়েছে। ভারতে মা সরস্বতীর চেলা চামুণ্ডার মধ্যে কি হেন লোক একটীও মিললোনা, যে এই কমিশনের মধ্যে এক প্রান্তে একটু ঠাঁই পেতে পারে? বড় বড় হোমড়া চোমড়া লাট বেলাটের খানার টেবিলের কোণে যারা ঠাঁই পায়, প্রসাদ পায়, এমন কি মেমসাহেবেরা পর্য্যন্ত তাতে আপত্তি করে না, আর এই কমিশনে তারা অপাংক্তেয় হ'য়ে পড়লো। নন-কোর দলের কর্ত্তারা না হয় প্রত্যেক কাজে বাধা দেয়, হৈ চৈ করে; যারা দিনরাত "কায়ার সনে ছায়ার মত" ভাল মন্দ সকল কাজে সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ দিয়ে, সেকালের পতিব্রতা সতীদেরও হার মানিয়ে দেয়, তাদের মুখের দিকেও একটু তাকাবার অবসরটা হলোনা? হায়! হায়! এ বেচারারা কি ব'লে মনকে প্রবোধ দিবে! তাদের আত্মা যেন মনে মনে বল্‌ছে :—

"উচল বলিয়া অচল সেবিনু
পড়িনু অগাধ জলে,
* * *
যাহার লাগিয়া কলঙ্কিনী নাম
পাইনু ব্রজের মাঝে,
(আজি) ঘৃণা করি প্রভু ত্যজিলা হামারে
লইলানা তার কাজে।"

চেঁচিয়ে কাঁদবার উপায় নাই তা হ'লে লোকে নিন্দে কর্‌বে। এখন সাধারণের সুরে সুর মিশিয়ে কমিশন বর্জ্জন! কমিশন বর্জ্জন!! কমিশন বর্জ্জন!!! প্রভৃতি মোটা মোটা বাৎ ঝাড়ছে কিন্তু মন যে এই বিরহানলে কি কর্‌ছে তা তাদের মনই জানে। মুখে তো আসল কথা বড় একটা কারো বেরোয় না।

চোরের মা যথা পোয়ের লাগিয়া
ফুকারি কাঁদিতে নারে।

যতই লম্ফ ঝম্ফ কর, চেঁচামেচি কর, তোমাদের তারা চেনে। 'শেক হ্যাণ্ড'ও করে, মেম দিয়ে 'শেক হ্যাণ্ড' করায়, 'মিষ্টার' বলেও ডাকে, আবার কাজের বেলায় কালা আদমি ব'লে তফাৎ রাখতেও কসুর করে না। সাধারণ লোকের কথা কি বল্‌বো? একজন দেশী কালা হাকিম তার উপরওয়ালা সাদা হাকিমকে তাদের ডাক শুনে নিজেকে সত্যি সত্যি 'মিষ্টার' মনে ক'রে লিখেছিল "From Mr. অমুক to Mr. অমুক" তাতে সাদা প্রভু Mr. শব্দটী কেটে চিঠি ফেরৎ দিয়ে জবাব দিয়াছিল Not Mr., not Mr., not Mr., but Baboo, but Baboo, but Baboo. তবে যে তারা মিষ্টার বলে কেন তা জান? যন্ত্র বিশেষের সামনে জন্তু বিশেষের মত "His Master's Voice' মন দিয়ে শোনাবার উদ্দেশ্যে আদর করে ডাকে। নামের শেষে গোটা কত ইংরাজী অক্ষরের লোভে তারা ন্যায় অন্যায় সকল কাজে 'আজ্ঞে হাঁ আজ্ঞে হাঁ' ছাড়া বলেনা, তারা কর্‌বে কমিশন বর্জ্জন? দেখা যাক কত কি হয়। কমিশন বর্জ্জন হয় কি কেবল তর্জ্জন গর্জ্জনে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এটা তো জানা কথা—শাসক সম্প্রদায়ের বড় হুজুর থেকে খুদে হুজুর পর্য্যন্ত "কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালেই পাজী" এই ব্যবহার করে আসছে। তবুও আমরা কাতুকুতুতে ভুলে যাই। খুব ভেবে চিন্তেই আমাদের দেশের অসভ্যযুগের পণ্ডিতরা বলেছিলেন—বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।

এই কালার দেশেই একদিন মানুষ ছিল। সাদারাও তাদের মানুষ ব'লে স্বীকার করেছিল। বেশী দিনের কথা নয় এই মহাযুদ্ধের সময়ই একটা নয় দুটো নয় লাখে লাখে মানুষ বেরিয়েছিল এই অসভ্যের দেশ হ'তে। আর আজ একটীও মানুষ নাই। তাই এই ভেঁড়ার দেশে বাছুর মোড়ল মিললোনা।

সত্ত্ব-সমান।

(প্রেরিত পত্র।)

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

সম্পাদক মহাশয়,

ষাঁড়ের জন্য এমনতর গুঁতোগুঁতি, এমন "ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই" বোধ হয় জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীতে এই প্রথম। যে মিউনিসিপালিটীতে 'ট্রেড মার্ক' ষাঁড় খাতায় পত্রে, রসিদ বইএ বিরাজমান, যে মিউনিসিপালিটীতে ১০।১১ বৎসর পূর্ব্বেও বহু 'breeding bull' ছিল সে মিউনিসিপালিটীর কমিশনারদের পক্ষে ষাঁড়ের দরদ স্বাভাবিক। গোজাতির এই ক্রমাবনতির যুগে এই দরদ কল্যাণজনকও বটে কিন্তু এইরূপ গোরক্ষণী প্রবৃত্তি লইয়া যাঁহারা 'রিকুইজিসন' করিয়াছেন তাঁহারা কি আজ বলিয়া দিবেন—কাহাদের কৃপায় জঙ্গিপুরের এত ষাঁড় আজ একটীও নাই? গোজাতির পরমহিতকারী ষণ্ডবন্ধুগণ কি একথা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

তারপর এই ষাঁড়সমস্যার আবার কত শাখা প্রশাখাই না বাহির হইল! এই সব কেলেঙ্কারী না করিলে কি আর হইত না?

আবার নূতন নির্ব্বাচনের সময় আসিতেছে। প্রত্যেক কমিশনারই যেন মনে রাখেন যে আবার গলবস্ত্র হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিবার সময় আসিতেছে। পরের পয়সা যাহাতে পরের উপকারে আসে এমন কাজ করিবার জন্য লোকে তাঁহাদিগকে ভোট দিয়াছিল, লোকরহস্যের আর এক পরিচ্ছেদ বাড়াইবার জন্য নয়।

যেখানে পাঁচজনের পয়সা সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য লোকের যে কেন মাথা ব্যথা হয় তাহা বোঝাও কঠিন। এই হিন্দু অনাথ সাহায্য ভাণ্ডারের হিসাব কত কাণ্ডের পর এতদিনে এক বাজে কৈফিয়ৎ সহ পাওয়া গিয়াছে। "সেই ত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি?" এই ত হিসাব বলিয়া একটা কিছু দিতে হইল তবে এতটা না করিলে কি হ'ত না? 'গূঢ় কারণের' জন্য হিসাব না দেওয়ার ওজরের কোনও মূল্য নাই। লোকে তখনও জানিত এখনও জানে যে 'গূঢ় কারণ' একটা ছিল। কিন্তু 'কেসিয়ার' মহাশয় কত আদায় করিয়াছেন—এ কথার উত্তর না দেওয়ার বোধ হয় কোন গূঢ় কারণ ছিল না। কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর হিসাব দেওয়ার পরও কেহ বুঝিতে পারে নাই। কারণ টাকা আদায়ের জন্য রসিদ বই ছাপান হইয়াছিল। অন্যান্য আদায়কারীদের (যথা রুদ্র মহাশয়) নিকট হইতে এই রসিদ বইএর মুড়ি রীতিমত পরীক্ষা করিয়া কেসিয়ার মহাশয় হিসাব লইয়াছেন কিন্তু পঞ্চানন বাবুর নিকট নিজে হিসাব দেওয়ার সময় নিজের আদায়ী বইয়ের মুড়িগুলি তাঁহাকে দেওয়া বা দেখান প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তবে যাঁহাদের নিকট চাঁদা আদায় হইয়াছে তাহার একটী তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু এই তালিকা সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে।

তবে আমাদের মনে হয় আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে বা অন্ততঃ হিসাব দিতে না জানার জন্যই 'কেসিয়ার' মহাশয় এইরূপ করিয়াছেন। যে কাজ তিনি জানেন না বা যে কাজ করিবার তাঁহার সময় নাই সে কাজে কর্ত্তৃত্ব করিতে না গিয়া আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে দক্ষ তাঁহার যে কোনও বণিক্ বন্ধুর উপর ইহার ভার দিলেই ভাল করিতেন।

কস্যচিন্নবাগতস্য।

প্রতিবাদ।

—•—

হিন্দু অনাথ ভাণ্ডারের 'কেসিয়ার' শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দত্ত হিসাবে দেখিলাম যে আমি তাঁহার নিকট যে হিসাব দিয়াছি তাহার শিরোভাগে তিনি "আনুমানিক হিসাব" এই বসাইয়া হিসাবটী দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কালীচরণ সিংহ মহাশয়ের নিকট যে ৪৬৵০ ছিল এ বিষয়ে কি কোনও অনুমান আছে? তাহা হইতে যে কোনও বিশেষ কার্য্যবশতঃ ৩৫৲ দেওয়া হইয়াছিল ইহা কি তিনি জানেন না? তিনি নিজে ১০৲ টাকা লইয়াছিলেন ইহাও কি অনুমান? এবং এক্ষণে পোষ্ট অফিসে ১৵০ যে জমা আছে ইহাতেই বা অনুমান করিবার কি প্রয়োজন আছে? এই সুস্পষ্ট, সহজ ও সত্য হিসাব যদি আনুমানিক হয় তবে তাঁহার নিজের হিসাব, যে হিসাবে তিনি রসিদ বই দেখান নাই, কতগুলি রসিদ বই তাঁহার নিকট ছিল তাহা বলেন নাই ইত্যাদি বহুতর ত্রুটি পূর্ণ সেই বাজে আনুমানিক হিসাবকে কি বিশেষণে বিশেষিত করিবেন?

শ্রীহরিহর সান্যাল।

দেশের দশা।

—•—

দেশের সর্ব্বত্র এবার নানা ব্যাধি পীড়ার উপদ্রব অধিক দেখা যাইতেছে। বাংলার প্রায় সব জেলারই গ্রামে গ্রামে কলেরা ও টাইফয়েড রাজত্ব করিতেছে। কলিকাতা সহরেও টাইফয়েড প্রভৃতির বিশেষ প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। অভাব অনাটন বাড়িতেছে এবং জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যও কিছুমাত্র কমের দিকে যাইতেছে না। অভাব এবং খাদ্য দ্রব্যের স্বল্পতা দেশে রোগ বৃদ্ধির সহায় তো হইয়াই আছে তার উপর পানীয় জলের সমস্যাও দেশে একটা মস্ত বড় সমস্যা হইয়া আছে। বাংলার অধিকাংশ স্থানেই সু-পানীয়ের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। দিনের দিন দেশের শোচনীয় অবস্থার এই যে বৃদ্ধি ইহা হইতে দেশবাসী কিরূপে উদ্ধার পাইবে।

নিলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নীলামের দিন ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২৭।

—•—

৪৭১ খাং ডিঃ যজ্ঞেশ্বর মিশ্র দিং দেং জুমর্দ্দি মোমিন দিং দাবি ২৬৲ পং আসদনগর মৌজে অরঙ্গাবাদ ২॥৩।০ কাত ৫।৵০ আঃ ২৫৲

৪৭২ খাং ডিঃ ঐ দেং হোসেনী সেখ দাবি ২১।৵০ পং আসদনগর মৌজে অরঙ্গাবাদ ৮০৮০ কাত ৩॥০ আঃ ১০৲

৪৭৩ খাং ডিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেং কেতাবন বিবি দিং দাবি ১৬৸৵০ পং আসদনগর মৌজে অরঙ্গাবাদ ১০৵৮ কাত ৪॥৵০ আঃ ১৫৲

৫০১ খাং ডিঃ মান্নালাল বয়েদ দিং দেং মহেন্দ্র নারায়ণ সিংহ দিং দাবি ১৫৵০ পং মঙ্গলপুর মৌজে কাননগোই ৮৩ কাত ১।৵০ আঃ ১০৲

১৬০ খাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং ফরজালী মণ্ডল দিং দাবি ১৯৸০ পং কোঙরপ্রতাপ মৌজে নূতন বাহাদুরপুর ৮৵০ কাত ৬৸০ আঃ ১০৲

৫৫০ খাং ডিঃ ঐ দেং ইয়ারামন বেওয়া দাবি ২২৸৬ পং সমসথালী মৌজে কনকপুর ৮৪। কাত ২৸/৪ আঃ ১০৲

৫৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং প্রতাপ সাহানা দাবি ১৪৸৶৬ পং গনকর মৌজে লাড়ুখাকী ১॥০ কাত ১।৶০ আঃ ৫৲

৫৫২ খাং ডিঃ ঐ দেং হিমাতুল্যা মণ্ডল দাবি ৩০৸৶৩ পং সমসথালী মৌজে কনকপুর ৩।১॥ কাত ৪৶১০ আঃ ২০৲

৫৫৩ খাং ডিঃ ঐ দেং আবদুল শোভান মণ্ডল দাবি ৪২৸৵০ পং সমসথালী মৌজে কনকপুর ৪৸৪৸ কাত ৬৶১৫ আঃ ২৫৲

৫৫৪ থাং ডিঃ ঐ দেং রোহিনীকান্ত দাস দাবি ২৯।/৬ পং সমসথালী মৌজে কনকপুর ৩/২॥ কাত ৩৮৵৫ আঃ ১৫৲

৫৫৫ থাং ডিঃ ঐ দেং বাহারালী বিশ্বাস দাবি ১৯।/৩ পং গনকর মৌজে লাড়ুখাকী ২।২॥ কাত ২৶১২॥ আঃ ১০৲

৫৫৭ থাং ডিঃ ঐ দেং মুনী মণ্ডল দাবি ৪৩/৩ পং সমসথালী মৌজে কনকপুর ৫/॥ কাত ৬।১০ আঃ ২৫৲

২৩১ মনি ডিঃ রাখালদাস চক্রবর্ত্তী দেং শ্রীশ্রী৺বৃন্দাবন বিহারী দেব ঠাকুরের সেবাইত নিত্যকালী দাসী দিং দাবি ১১১।/০ পং গনকর মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ২৯৮৬নং তৌজির মহাল পং গনকর সামিল চর রঘুনাথগঞ্জ গবর্ণমেন্ট খাসমহাল অধীন জোতদার নিত্যকালী দাসীর রঃ পাঁচের সাত অংশ আঃ ২৫৲ ২নং লাট ৭০নং তৌজির মহাল পং গনকর সামিল জোত জয়রাম সিংহ বঃ রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ মধ্যে মৎস্য তরকারী ইত্যাদি বিক্রয়ের তহবাজার রঃ পাঁচের সাত অংশ ১নং দেন্দারের জমিদারী স্বত্ব আঃ ১২৫৲

৪৮৯ মনি ডিঃ জুবেদ সেথ দেং জয়নব বেওয়া দিং দাবি ১৩৩।০ মৌজে মহেশাইল ১/২৶ কাত ৩৮৵১৭। আঃ ৪০৲ ২নং লাট মৌজাদি ঐ একটী গর্ত্ত জমা ।০ আঃ ৮৲ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ শিরিশতলা মাঠ মধ্যে ৪।০৫ কাত ৬।/৪॥ তন্মধ্যে দেন্দারের অর্দ্ধেক আঃ ৪০৲ ৪নং লাট মৌজে ইংলিশ ১/৪॥ কাত ৫।/০ আঃ ২০৲ ৫নং লাট তরফ মহেশাইল মৌজে ইংলিশ ৩।০ কাত ২।৵০ দেন্দারের অর্দ্ধেক অংশ আঃ ২০৲

চৌকি জঙ্গিপুরের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৭।

২৪১ থাং ডিঃ ওয়াক ষ্টেটের মাতুয়ালী সাজ্জাদ আহাম্মদ চৌধুরী দিং দেং ফুলমনি দাস্যা দাবি ২২৫৶৬ পং দশহাজারী মৌজে লক্ষ্মপুর ৩৫।১০ কাত ২/১০ আঃ ২০৲

৩২৬ মনি ডিঃ গোপালচন্দ্র অধিকারী দেং তুজার সেথ দিং দাবি ১৩৫/৩ পং কুঙরপ্রতাপ মৌজে জগতাই ।৩ কাত ১।৵০ আঃ ২৫৲ ২নং লাট পরগণাদি ঐ /৪ কাত ।/০ আঃ ১৫৲

গর্ভনিবারণ চুর্ণ।

রুগ্না বা দরিদ্র রমণীগণ ইহা ব্যবহার করিয়া যতকাল আবশ্যক তাঁহাদের গর্ভসঞ্চার বন্ধ রাখিতে পারেন। ইহাতে জরায়ু বা ডিম্বকোষ (ওভেরী) চির দিনের মত নষ্ট করে না। ঔষধ বন্ধ করিলেই আবার গর্ভগ্রহণ শক্তি জন্মে। ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় না, বরং যৌবন শোভা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ব্যবস্থা পত্রে সকল গোপনীয় কথা লেখা থাকে। টিকিট দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয়। দরিদ্র দেশে অবাধে ব্যবহারের নিমিত্ত এবং গুণ প্রচারার্থ আপাততঃ দীর্ঘকালের উপযোগী এক কৌটার মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ঠিকানা—

মেসার্স বি, দে, এণ্ড সন্স।

পোঃ বারদী, জিলা ঢাকা।

মাভৈঃ! মাভৈঃ!!

কলেরা বিজয়।

ভীষণ কলেরার জন্য ভীত হইবেন না। নিম্ন ঠিকানা হইতে কলেরা বিজয় নামক ঔষধটী সংগ্রহ করিয়া রাখুন। নিকটে কলেরা দেখা দিলে বা পাতলা দাস্ত হইলে ব্যবস্থামত ব্যবহার করাইয়া সকলকে উক্ত ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করুন। প্রারম্ভে সেবনে রোগ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। শিশু ও গর্ভিণী নির্ভয়ে সেবন করিতে পারে। বহু পরীক্ষিত বলিয়া প্রতি গৃহে রাখিতে এবং সময়ে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। অনুরোধ রক্ষা করিলে অর্থ নষ্ট ও শারীরিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবেন। অলমতি বিস্তরেন। মূল্য মাত্র ॥০ আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ডাঃ শ্রীসীতানাথ দাস,

ই, এচ, পি, এণ্ড এচ, পি, পি।

সর্ব্বমঙ্গলা ঔষধালয়।

হামরুল, রাজগাঁ, বীরভূম।

ব্যাঙ্ক :—রাজগাঁ, বীরভূম।

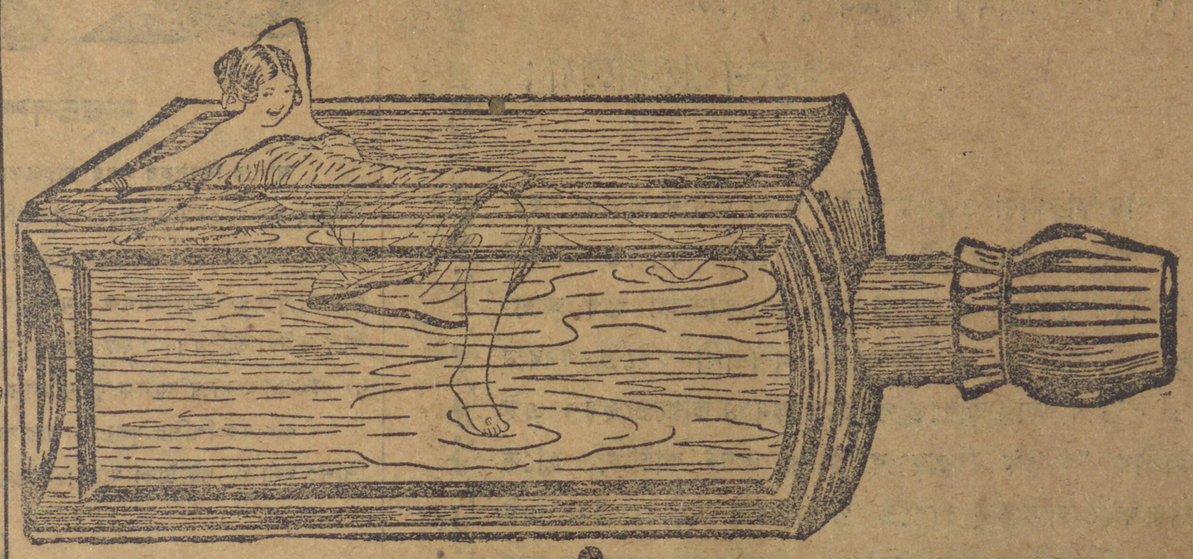

দারুণ গ্রীষ্মে 'জবাকুসুম' বিশেষ আরামপ্রদ

—স্নানে ও প্রসাধনে প্রত্যহ 'জবাকুসুম' ব্যবহার করিবেন—

'জবাকুসুম' প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পাওয়া যায়। সি, কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ, ২৯ নং কলুটোলা, কলিকাতা।

কলিকাতার বহুদর্শী ডাক্তার ও কবিরাজগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত।

নূতন জ্বর চব্বিশ ঘণ্টায় আরোগ্য।

পুরাতন জ্বর তিনদিনে আরোগ্য।

দেশী গাছগাছড়া ও ধাতুঘটিত উপকরণে প্রস্তুত বলিয়াই এদেশীয় রোগীর পক্ষে এত ফলদায়ক।

যথার্থই পাঁচন—জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র আবার সালসার কাজ করে।

জ্বর বন্ধের পরও কয়েক দিন সেবন করিলে জ্বরের কীটাণুগুলি একেবারে নষ্ট করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ ও সবল করে।

প্রতি শিশি ॥০ আনা।] [প্রতি শিশি ॥০ আনা।

ইহা সেবনে নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া, কুইনাইন আটকান, প্লীহা ও লিভারঘটিত, পালা, কম্প প্রভৃতি যে কোন প্রকারের জ্বর হউক না কেন, নির্দ্দোষভাবে আরোগ্য হয়। উপকার দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

চিঠি লিখিবার ঠিকানা—বসাক ফ্যাক্টরী, ৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

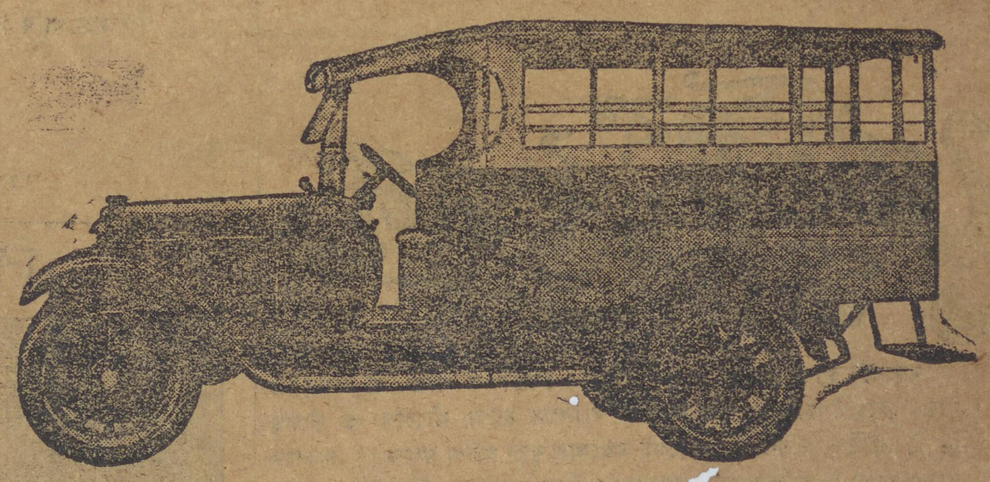

সু-সংবাদ! সু-সংবাদ! সু-সংবাদ!

আর ভাবিতেছেন কেন?

ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে মাল।

অর্থ উপার্জ্জনের চমৎকার উপায়, সামান্য পুঁজিতে লাভবান হইবার অদ্বিতীয় পন্থা, সখ মিটাইবার উপযুক্ত সময়।

মোটর কার, মোটর বাস, মোটর লরি।

ফোর্ড, চেভরলেট এবং ডজ ব্রাদার্সের

যে কোন প্রকারের গাড়ী, নগদ বা ধারে যেমন ইচ্ছা পাইতে পারিবেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অদ্যই লিখুন বা স্বয়ং দেখা করুন।

মুখার্জ্জী ব্রাদার্স, মোটরকার এজেন্টস্,

খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ।)

সুদীর্ঘ ৪৮ আটচল্লিশ বৎসরের সুপরিচিত

আতঙ্ক-নিগ্রহ ফার্ম্মেসী।

ইহার কারখানা ও হেড অফিস ছাড়া প্রধান প্রধান সহরগুলির অধিকাংশ স্থলেই শাখা ঔষধালয় স্থাপিত। এই ফার্ম্মাসীর বিশেষত্বই হচ্ছে, ঔষধের মূল্য অপেক্ষা গুণ অত্যধিক, তাই, সাধারণ কুঁড়ে ঘরের অধিবাসী হইতে ধনবান ব্যক্তি ইহা ব্যবহার করিতে পারিতেছেন ও করিতেছেন। এই ফার্ম্মাসীর "আতঙ্ক নিগ্রহ বটিকা"র এতই কাটতি, হাতে তৈয়ার ক'রে সরবরাহ করিতে পারা যায় না, তজ্জন্য এই বটীকা মেসিনে তৈয়ার হইতেছে। নিম্নলিখিত রোগ লক্ষণে এই বটীকা অব্যর্থ। বত্রিশ বটীকা পূর্ণ প্রতি কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

রোগ লক্ষণ :—

শুক্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া, ধাতু দৌর্ব্বল্য, মেহ, অজীর্ণ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, শুক্রক্ষয়জনিত মাথাধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি, স্বপ্নদোষ, অকালিক ক্ষয়, মেধাশক্তির হ্রাস, বহুমূত্র প্রভৃতি পুরুষের। স্বল্পরজঃ, অতিশয় রজঃস্রাব, বাধক, সূতিকা প্রভৃতি স্ত্রীলোকের রোগলক্ষণ নিরাময় করিতে "আতঙ্ক নিগ্রহ বটীকা" অদ্বিতীয় মহৌষধ।

প্রাপ্তিস্থান :—

আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী।

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিম্নঠিকানায়ও এই ঔষধ বিক্রয় হয়।

জঙ্গিপুর সংবাদ আফিস।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহকক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৵৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১৷৹ এক টাকা পাঁচ আন.

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৶৹ এক টাকা তিন আনা.

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৶৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৶৹ সাত আনা।

যাবতায় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সাল্টিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর, মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালকদিগের ঘুংড়ি, বালসা, সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের উপযোগী প্রতি শিশি মায় মাশুল সমেত ১৷৹ দেড় টাকা।

অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সোল এজেন্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিনা অস্ত্রে আরোগ্য

অপেরীণ।

ডাক্তার বি, এন, রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে নাকো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপরেশন করে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে।
প্রথম অবস্থাতে যদি করেন ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকবে নাকো আর।
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হবে না আর ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে একটী টাকা মাশুল আট আনা,
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কলিকাতা ঠিকানা)।
ডাক্তার বি, এন, রায় এই ঠিকানায় থাকে,
ঔষধ পাইতে হইলে পত্র লিখুন তাকে।

দামোদর সুধা।

ম্যালেরিয়া জ্বর, প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বর, নূতন ও পুরাতন জ্বর, পালা ও কম্প জ্বর, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ৷৵৹ দশ আনা।

স্পিরিট ক্যাম্ফর

ওলাওঠা (কলেরা) উদরাময় প্রভৃতি রোগের প্রথমাবস্থায় অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য ।৵৹ ছয় আনা একত্রে ৩ শিশি ১৲

ডাক্তার—বি, রায় এণ্ড কোং কেমিষ্টস।

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেন রীচ. কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত